প্রথম অধ্যায়
গৃহসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার

১নং সৃজনশীল প্রশ্ন :

রাশেদা ও সোনিয় দুই বান্ধবী। দু'জনেই গৃহের সদস্যদের চাহিদা পূরণে সচেতন। রাশেদা আয় অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটানোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেন। পরিবারের আর্থিক কোনো সমস্যায় রাশেদাকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় না। অন্যদিকে সোনিয়াকে সদস্যদের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। প্রায়ই মাসের শেষের দিকে তাকে পরিচিত একটি দোকান থেকে বাকিতে চাল কিনতে হয়। হঠাৎ ২/৩ দিন আগে সোনিয়ার ছোট ছেলে অপু অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য রাশেদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তিনি ছেলের চিকিৎসা করেন।

(ক) কোন সম্পদ ছাড়া পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর করা সম্ভব নয়?

(খ) মানবীয় সম্পদ কাকে বলে? বুঝিয়ে লেখ।

(গ) উদ্দীপকে সোনিয়ার এ পরিস্থিতির কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণে রাশেদা ও সোনিয়ার পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা কর।

১নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

(ক) জ্ঞানমূলক ঃ গৃহ সম্পদ ছাড়া পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর করা সম্ভব নয়।

(খ) অনুধাবনমূলক ঃ পরিবারের সদস্যগণ একেকজন একেক রকম গুণের অধিকারী। তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, বুদ্ধি, শক্তি, আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদি গুণগুলো মানবীয় সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত। এ সম্পদগুলোকে বস্তুগত সম্পদের মতো দেখা বা পরিমাপ করা যায় না। অথচ এগুলোর ব্যবহার দ্বারা অনেক কাজ করে লক্ষ্য অর্জন করা যায়। মানবীয় সম্পদগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের ও পরিবারের অনেক উন্নয়ন ঘটাতে পারি।

(গ) প্রয়োগমূলক ঃ উদ্দীপকে সোনিয়ার এ পরিস্থিতির কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :

সোনিয়ার এ পরিস্থিতির কারণ হলো সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ ব্যয় না করা। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করতে পারলে আমাদের চাহিদাগুলো পূরণ করা এবং অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব। অর্থ পরিকল্পনা করতে হলে পরিবারের মোট আয়ের পরিমাণ এবং ব্যয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পরিকল্পনা না থাকলে অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো পূরণ না-ও হতে পারে। পরিবারের লক্ষ্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে এমনভাবে অর্থ ব্যয় করতে হবে, যাতে তুলনামূলকভাবে অধিক প্রয়োজনগুলো আগে পূরণ করা যায়। সোনিয়া অর্থ পরিকল্পনা না করায় পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খান। তিনি যদি পরিবারের লক্ষ্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে অর্থ ব্যয় করতেন, তাহলে তার ছেলের চিকিৎসার জন্য রাশেদার কাছ থেকে টাকা ধার করতে হতো না। সোনিয়ার পরিবারের অর্থ পরিকল্প নানা থাকায় তার পরিবারের চাহিদাগুলো পূরণ হয় না এবং অর্থের অপচয় হয়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে সোনিয়ার এই পরিস্থিতির কারণ হলো অর্থ পরিকল্পনা না করে সংসার চালনা করা।

(ঘ) **উচ্চতর দক্ষতামূলক ঃ** পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণে রাশেদা ও সোনিয়ার পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা করা হলো :

রাশেদা ও সোনিয়া দুজনেই গৃহের সদস্যদের চাহিদা পূরণে সচেতন। রাশেদা আয় অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটানোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেন। তার পরিবারে তুলনামূলকভাবে অধিক প্রয়োজনগুলো আগে পূরণ করা হয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করায় তার পরিবারের চাহিদাগুলো পূরণ হওয়া সম্ভব হয়। এতে অর্থের অপচয়ও কম হয়।

অন্যদিকে, সোনিয়া তার পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণের জন্য কোনো অর্থ পরিকল্পনা না করেই অর্থ ব্যয় করেন। এতে তাকে সদস্যদের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। প্রায়ই মাসের শেষের দিকে তাকে বাকিতে চাল কিনতে হয়। প্রয়োজনের সময় তিনি রাশেদার কাছ থেকে টাকাও ধার করেন। সুষ্ঠু অর্থ পরিকল্পনা না করার কারণেই তার এ ভোগান্ড়ি। তাই তিনি তার পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটাতে পারেন না।

আলোচনায় দেখা যায় রাশেদা ও সোনিয়ার পরিকল্পনায় যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

২ নং সৃজনশীল প্রশ্ন :

শুভ ও নেলী দুই ভাইবোন। শুভ তার শোবার ঘরে বসে পড়ছে। আর নেলী বসার ঘরে বসে পড়াশোনা করছে। বিষয়টি দেখে মা নেলীকে শুভর পড়ার ঘরে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু ঘরটিতে একটি মাত্র ফ্যান থাকায় নেলী বাতাস পাচ্ছিল না। ফলে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলী ঘেমে ওঠে। শুভ বিষয়টি দেখে বোন নেলীকে ফ্যানের বাতাস পাওয়া যায় এমন জায়গায় গিয়ে বসতে বলে।

(ক) গৃহ সম্পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

(খ) 'শক্তির' যথাযথ ব্যবহার বলতে কী বোঝায়?

(গ) শুভ ও নেলীকে একই ঘরে পড়তে দেওয়ার মাধ্যমে মা তার পরিবারের কোন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করলেন –ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শুভ ও নেলীর মধ্যে স্বার্থত্যাগের মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়ক –তুমি কী এ বিষয়ে একমত? স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

(ক) জ্ঞানমূলক ঃ গৃহ সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

(খ) অনুধাবনমূলক ঃ কোনো একটি কাজ এমনভাবে করতে হবে, যাতে সে কাজে কম শক্তি ব্যয় হয়। শক্তিকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করলে তা তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে কাজে অনীহা, ক্লান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। শক্তির এই অপচয় রোধের জন্য প্রয়োজন শক্তির যথাযথ ব্যবহার। মানবীয় এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ফলে পরিবারের অনেক লক্ষ্য অর্জিত হয়।

(গ) প্রয়োগমূলক ঃ শুভ ও নেলীকে একই ঘরে পড়তে দেওয়ার মাধ্যমে মা তার পরিবারের যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করলেন। নিচে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হলো :

পরিবারের সকল সদস্য যৌথভাবে যে সম্পদগুলো ব্যবহার করে, তাকে পরিবরে যৌথ সম্পদ বলে। যৌথ সম্পদগুলোর ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ এই সম্পদ ব্যবহারে সামান্য অসতর্কতা বা অবহেলার ফলে সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি ও সম্পর্কের অবনতি হতে পারে।

শুভ ও নেলীর মা অবগত যে, একটি কক্ষে একাধিক সদস্য থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কক্ষের একটি পাখায় সব সদস্যের প্রয়োজনীয় বাতাসের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। প্রত্যেকের সুবিধা–অসুবিধা ও প্রয়োজন বুঝে এ পাখা ব্যবহার করতে হয়।

পরিস্থিতি বুঝে সমঝোতার সাথে পাখার বাতাস ব্যবহার করতে হয়। পারিবারিক যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে, যা উদ্দীপকে আলোচিত হয়েছে। সমঝোতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে যৌথ সম্পদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরিবারের সকলের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা যায়। এভাবেই নেলী ও শুভর মা তার পরিবারের যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করেন।

(ঘ) **উচ্চতর দক্ষতামূলক ঃ** যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শুভ ও নেলীর মধ্যে স্বার্থত্যাগের মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়ক।

হ্যাঁ, এ বিষয়ের সাথে আমি একমত। এর স্বপক্ষে যুক্তি দেওয়া হলো :

আমাদের প্রতিটি গৃহে এমন কতকগুলো নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র থাকে, যা পরিবারের যৌথ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিবারের সব সদস্য যৌথভাবে সে সম্পদগুলো ব্যবহার করে থাকে। যৌথ সম্পদগুলোর ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ, ব্যবহারের সামান্য অসতর্কতা বা অবহেলার ফলে সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি ও সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। পারিবারিক যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। সমঝোতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে যৌথ সম্পদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরিবারে সকলের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা যায়। শুভ ও নেলীর ফ্যান ব্যবহারের বিষয়টিতে স্বার্থত্যাগের মানসিকতা লক্ষ করা যায়। শুভ, নেলীর কষ্ট উপলব্ধি করে বোন নেলীকে ফ্যানের বাতাস পাওয়া যায় এমন জায়গা গিয়ে বসার পরামর্শ দেন। এভাবে যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে মাধ্যমে একজনের সাথে অন্যজনের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর অন্যথা হলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি ও সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। তাই বলা যায়, যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শুভ ও নেলীর মধ্যে স্বার্থত্যাগের মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়ক।

জ্ঞানমুলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্ন : ১। শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য কোনটি প্রয়োজন?

উত্তরঃ শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : ২। বাজেট কী?

উত্তরঃ পরিবারের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য সীমিত অর্থের ভবিষ্যৎ খরচের পরিকল্পনাই হচ্ছে বাজেট।

প্রশ্ন : ৩। কীসের ভিত্তিতে আমাদের চাহিদা তৈরি হয়।

উত্তরঃ উদ্দেশ্যেবা লক্ষ্যের ভিত্তিতে আমাদের চাহিদা তৈরি হয়।

প্রশ্ন : ৪। সুষম বাজেট কাকে বলে?.

উত্তরঃ আয় ও ব্যয়ের অর্থ সমানভাবে মিলে গেলে তাকে সুষম বাজেট বলা হয়।

প্রশ্ন : ৫। ঘাটতি বাজেট কাকেবলে?

উত্তরঃ ব্যয় যদি আয়ের চেয়ে বেশি হয় তাহলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে।

প্রশ্ন : ৬। যোগাযোগের অন্যতম সহজ মাধ্যম কী?

উত্তরঃ যোগাযোগের অন্যতম সহজ মাধ্যম হচ্ছে টেলিফোন।

প্রশ্ন : ৭। সম্পদ কী?

উত্তরঃ সম্পদ হচ্ছে আমাদের সকল চাহিদা পুরণের হাতিয়ার।

প্রশ্ন : ৮। অর্থ পরিকল্পনা করতে হলে কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

উত্তরঃ অর্থ পরিকল্পনার করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্ন : ১। সময়ের এক ফোড় অসময়ে র দশ ফোড় কথাটি বুঝিয়ে লিখ।

উত্তরঃ সময়ের এক ফোড় অসময়ের দশ ফোড় কথাটির অর্থ হলে সময়ের কাজ সময়েই করতে হয় অসময়ে করতে গেলে সময় বেশিলাগে। সময়মতো প্রয়োজনীয় কাজগুলো করলে তা সহজেই সম্পন্ন হয় এবং কাজ জমে থাকে না। কিন্তু কাজ ফেলে রাখলে তা পরে বোঝা মনে হয় এবং কাজ করতে অনেক সময় প্রয়োজন হয় ও নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন : ২। সম্পদের সীমাদ্ধতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ সম্পদের অপরিবতর্নীয় এবং সীমিত ও নির্ধারিত সম্পদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যর মধ্যে সম্পদের সীমাবদ্ধতা অন্যতম। যেমন- একজন ব্যক্তির সারা দিন রাত্রি মিলিয়ে চব্বিশ ঘন্টা সময় যা একেবারেই সীমিত ও অপরিবতনীয় অথার্ৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। আবার একটি পরিবারের সীমিত আয় বা সীমিত জায়গা ইত্যাদি সম্পদের সীমাবদ্ধতা নিদের্শ করে।

প্রশ্ন : ৩। পারিবারিক বাজেটর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ বাজেট অধিক সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে। বাজেট করলে পরিবারের আয় ব্যয়ের সঠিকধারণা পাওয়া যায়। আয় ও ব্যায়ের সমতা রক্ষার মাধ্যমে অর্থের অপচয় রোধ কার যায়। তাই পারিবারিক বাজেটকরা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : ৪। সুষম বাজেট বলতে কী বুঝ?

উত্তরঃ বাজেট হলো অর্থ ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনা। যে বাজেটে আয় ও ব্যয়ের অর্থ সমানভাবে মিলে যায় তাকে সুষম বাজেট বলে। কোনো পরিবারের মাসিক আয় যদি ত্রিশ হাজার টাকা হয় এবং বাজেটের খাতগুলোতে যদি ঐ টাকার সংকুলান হয়ে যায় তাহলে সেই পরিবারের বাজে হবে সুষম বাজেট।

প্রশ্ন : ৫। উদ্বৃত্ত বাজেট সবচেয়ে ভালো বাজেটকেন?

উত্তরঃ যে বাজেটে আয়ের চেয়ে ব্যয় কম হয় তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে। এবাজেট পরিবারের সব খরচ মিটাবার পরও কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। উদ্বৃত্ত দিয়ে আরও চাহিদা পুরণ করা যায়। আবার তা সঞ্চয় করে রাখলে ভবিষ্যতে কাজে লাগে। আর তাই উদ্বৃত্ত বাজেট সবচেয়ে ভালো বাজেট।

প্রশ্ন : ৬। শক্তি সদ্ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন কেন?

উত্তরঃ কোনো একটি কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে সে কাজ কম শক্তিব্যবহার হয়। তাহলে আমাদের সীমিত শক্তি দিয়ে আমরা অনেক কাজইকরতে পারব। শক্তিকে ইচ্ছমতো ব্যবহার করলে তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে কাজ অনীহা ক্লান্তিও বিরক্তির সৃষ্টি হয় । আর তাই শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : ৭। ভারী কাজের পর হালকা কাজের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃশক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে ভারী কাজের পর হালকা কাজের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আমরা যখন ভারী কোনো কাজ করি তখন আমাদের অনেক শক্তি খরচ হয়। একাজের পরপরই যদি আরো ভারী কাজ করি তাহলে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব। তাই ভারী কাজের পরহালকা কাজ করলে আমাদের কাজ সহজ হবেএবং শ্রম লাঘবের পাশাপাশি মানসিক তৃপ্তি ও স্পৃহা বাড়বে।

প্রশ্ন : ৮। শক্তির যথাযথ ব্যবহার ব্যাখ্যাকর।

উত্তরঃ শক্তির যথাযথ ব্যবহার বলতে যা বোঝায় তা হলো কম শক্তি ব্যবহার করে বেশি কাজ করা।

প্রত্যেকটা কাজ তার নির্ধারিত স্থানে করলে শক্তির অপচয় কম হয় । কাজের প্রয়োজনীয়তা সরঞ্জামগুলো সঠিক স্থানে রাখলে সহজে কম পরিশ্রমে করাযায়। উপযুক্ত সময় ও স্থান বিবেচনায় রাখলে শক্তির যথাযথ ব্যবহার করাযায়।

প্রশ্ন : ৯। সম্পদের উপযোগ বলতে কী বোঝ?

উত্তরঃ কোনো বস্তুর উপযোগ বলতে সে বস্তুদ্বারা মানুষের চাহিদা পুরনের ক্ষমতাকে বুঝায়। সকল সম্পদেরই কমবেশি উপযোগিতা রয়েছে। যেমন বিভিন্ন তৈজসপত্র আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায় । তাই এগুলো সম্পদ।

প্রশ্ন : ১০। গৃহসম্পদ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর হয় না ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ সম্পদ হলো সকল চাহিদা পুরনের হাতিয়ার। গৃহ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত সম্পদই হলো গৃহসম্পদ। গৃহ ব্যবস্থাপনারয় গৃহসম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য। কারণ গৃহসম্পদগুলো পরিবারের চাহিদা পুরণ করে থাকে। গৃহসম্পদ ছাড়া পরিবারের চাহিদা পুরণ করা সম্ভব নয়। তাই গৃহসম্পদ ছাড়া পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর করা সম্ভব নয়।